দৈনিক ইনকিলাব

4 MAR 2003

২৪তম বিসিএস পরীক্ষা বাতিল

স্টাফ রিপোর্টার ঃ ২৪তম বিসিএস প্রিলিমিনারী পরীক্ষা বাতিল করা হয়েছে। গতকাল (সোমবার) বিকেলে পাবলিক সার্ভিস কমিশনে (পিএসসি) অনুষ্ঠিত এক জরুরী সভায় আকস্মিকভাবেই এই পরীক্ষা বাতিলের সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। অবশ্য এর আগে গতকাল সকালেই পিএসসি ৩ সদস্যের একটি তদন্ত কমিটি গঠন করে। কিন্তু তদন্ত কমিটি কাজ শুরু করতে না করতেই রহস্যজনকভাবে ঐ কমিটি বাতিল করে বিকেলে পুরো পরীক্ষা বাতিলেরই সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। প্রশ্ন ফাঁসের অভিযোগে বিসিএস পরীক্ষা বাতিল করা হলেও পিএসসি কর্তৃপক্ষ প্রশ্ন ফাঁসের বিষয়টি শেষ পর্যন্তও স্বীকার করেনি। গতরাতে পিএসসির এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়- '২৪তম বিসিএস প্রিলিমিনারী পরীক্ষা বিষয়ে গতকাল (৩-৩-২০০৩) বাংলাদেশ সরকারী কর্মকমিশনের এক জরুরী সভায় সকল দিক পুঙ্খানুপুঙ্খ আলোচনার পর উক্ত পরীক্ষা অনুষ্ঠান বিষয়ে জনমনে সৃষ্ট সন্দেহ ও বিতর্ক নিরসনকল্পে প্রশ্ন ফাঁস হওয়া সম্পর্কে কোনরূপ প্রমাণ না পাওয়া সত্ত্বেও নিরপেক্ষ সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে পিএসসি গত ২৮ ফেব্রুয়ারী অনুষ্ঠিত ২৪তম বিসিএস প্রিলিমিনারী পরীক্ষা বাতিল বলে ঘোষণা করছে।'

পরীক্ষা বাতিলের নেপথ্যে

গত শুক্রবার অনুষ্ঠিত ২৪তম বিসিএসের প্রিলিমিনারী পরীক্ষার প্রশ্নপত্র কিছু কোচিং সেন্টারের মাধ্যমে ফাঁস হয়ে গেলে পরদিন দৈনিক ইনকিলাবসহ দেশের সকল জাতীয় দৈনিক সংবাদপত্রে তা ফলাও করে প্রকাশিত হয়। কিন্তু পিএসসি চেয়ারম্যান প্রফেসর জিনাতুন্নেসা তাহমিদা বেগম প্রশ্ন

৭-এর পৃঃ ৩-এর কঃ দেখুন

২৪তম বিসিএস পরীক্ষা বাতিল

প্রথম পৃষ্ঠার পর

ফাঁসের বিষয়টি সম্পূর্ণ অস্বীকার করেন এবং প্রশ্নপত্র প্রণয়ন, সমন্বয় ও মুদ্রণসহ সংশ্লিষ্ট সকল ক্ষেত্রে পিএসসির প্রতিটি সদস্যই জড়িত ছিলেন উল্লেখ করে পরীক্ষা বাতিলের দাবী নাকচ করে দেন। এমনকি প্রশ্ন ফাঁসের অভিযোগ সুনির্দিষ্টভাবে প্রমাণিত হবার পরও পরবর্তী ৭২ ঘণ্টায়ও পিএসসি চেয়ারম্যান কোন তদন্ত কমিটি গঠন থেকেও বিরত থাকেন। পরীক্ষা শুরুর ২ ঘণ্টা পূর্বে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের যে ছাত্রটি রমনা থানায় হাতে লেখা প্রশ্নপত্র ও উত্তরের কপি নিয়ে জিডি করতে গিয়েছিল সে সম্পর্কেও তিনি কোন খোঁজ-খবর নেননি এবং সংশ্লিষ্ট ওসিকেও ডেকে এ ব্যাপারে কোন সত্যতা যাচাই করেনি। এ অবস্থায় দৈনিক ইনকিলাব ও অন্যান্য সংবাদপত্রে প্রশ্ন ফাঁস সম্পর্কে প্রতিদিন লেখালেখি অব্যাহত থাকায় এবং পরীক্ষা বাতিলের দাবীতে দেশজুড়ে বিক্ষোভ প্রতিবাদের প্রেক্ষিতে খোদ প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশে গত পরশু গোয়েন্দা সংস্থার মাধ্যমে খোঁজ-খবর নেয়া শুরু হয়। প্রশ্ন ফাঁসের বিষয়টি সম্পর্কে প্রাথমিকভাবে প্রমাণ পাওয়ার পর সরকারের শীর্ষ মহল থেকে পরীক্ষা বাতিলের পক্ষে মত দেয়া হয়। এ ব্যাপারে গতকাল দৈনিক ইনকিলাবে বিস্তারিত রিপোর্ট প্রকাশের পর পিএসসিতে তোলপাড়ের সৃষ্টি হয়। ২৪তম বিসিএসের প্রশ্নপত্র প্রণয়ন, সমন্বয় ও মুদ্রণের সাথে কেবলমাত্র পিএসসির চেয়ারম্যান এবং দায়িত্বপ্রাপ্ত সদস্য জনাব ইয়াহিয়া মোল্লা জড়িত থাকলেও চেয়ারম্যান সকল সদস্যকে এর সাথে জড়িত করে সংবাদপত্রে প্রেস বিজ্ঞপ্তি দিলে তারাও বিক্ষুব্ধ হয়ে ওঠেন। এভাবে সার্বিক পরিস্থিতি ক্রমাগত জটিল আকার ধারণ এবং দেশজুড়ে ক্ষোভ-বিক্ষোভের মুখেও পিএসসি কর্তৃপক্ষের নির্লিপ্ততা ও ২৪তম বিসিএস শুরুতেই বিতর্কিত হয়ে পড়ায় প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় থেকে অনতিবিলম্বে তদন্ত কমিটি গঠন নতুবা পিএসসি চেয়ারম্যানকে পদত্যাগের পরামর্শ দেয়া হয়। বিষয়টি নিয়ে পিএসসি চেয়ারম্যান প্রফেসর জেড. এন. তাহমিদা বেগম প্রধানমন্ত্রীর সাক্ষাৎ প্রার্থী হলে তাকে কোন সাক্ষাৎকারও দেয়া হয়নি। পিএসসির ইতিহাসে এত বড় অভিযোগের প্রেক্ষিতেও তদন্তে অনীহ চেয়ারম্যানের প্রতি প্রধানমন্ত্রী প্রচণ্ড ক্ষুব্ধ হন বলে জানা যায়। এ অবস্থায় পিএসসি থেকে গতকাল সকালেই ৩ সদস্যের একটি তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়। তদন্ত কমিটি রমনা থানায় গিয়ে ওসির কাছে রক্ষিত ফাঁসকৃত প্রশ্নপত্রের কপি এনে মূল প্রশ্নপত্রের সাথে মিলিয়ে দেখেন সর্বমোট ১০০টির মধ্যে ৮০টি প্রশ্নই উত্তরসহ হুবহু এক। প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, এরপর পিএসসি চেয়ারম্যানের মুখ-চোখ কালো হয়ে যায়। তিনি আর তদন্তের প্রয়োজন নেই এবং কোন রিপোর্টও দিতে হবে না মন্তব্য করে সাথে সাথেই তদন্ত কমিটি বাতিল ঘোষণা এবং বিকেলে সকল সদস্য ও উর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের এক জরুরী সভা ডাকেন। সভায় পিএসসি সদস্যরা চেয়ারম্যানকে তুলোধুনো করেন। তীব্র বাক-বিতণ্ডাপূর্ণ এই সভায় সদস্যরা জানতে চান, প্রশ্নপত্র প্রণয়ন, সমন্বয় ও মুদ্রণের সাথে একমাত্র চেয়ারম্যান এবং দায়িত্বপ্রাপ্ত সদস্য ইয়াহিয়া মোল্লা জড়িত থাকার পরে কেন অন্য সকল সদস্যের নাম মিথ্যাচার করে প্রচারের মাধ্যমে তাদের হেয় করা হল? কেন এত বড় অভিযোগের প্রেক্ষিতেও ৩ দিন যাবৎ কোন তদন্ত কমিটি পর্যন্ত গঠন না করে জাতির সামনে পিএসসির ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ন করা হল? পিএসসি একটি স্বাধীন ও সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠান হওয়া সত্ত্বেও তদন্ত কমিটি গঠন বা পরীক্ষা বাতিলের ব্যাপারে কেন সরকারী নির্দেশনার অপেক্ষায় থাকতে হল? এ অবস্থায় কোন সদুত্তর দিতে না পেরে পিএসসি চেয়ারম্যান এক পর্যায়ে কেঁদে ফেলেন বলে সভা সূত্রে জানা গেছে। কয়েকজন সদস্য প্রশ্ন ফাঁসের দায়-দায়িত্ব নিয়ে চেয়ারম্যানকে পদত্যাগেরও আহ্বান জানান। অতঃপর পরীক্ষা বাতিল ঘোষণার সাথে সাথে সভায় আরো সিদ্ধান্ত নেয়া হয়- "পিএসসি কর্তৃক ২৪তম বিসিএসের প্রিলিমিনারী পরীক্ষায় প্রশ্নপত্র প্রণয়ন, সমন্বয় ও মুদ্রণ কাজে যথারীতি বরাবরের মত পিএসসির চেয়ারম্যান এবং সংশ্লিষ্ট বিজ্ঞ সদস্য ইয়াহিয়া মোল্লা যুক্ত ছিলেন। অন্যান্য বিজ্ঞ সদস্য কেবল পরীক্ষার হলে যাওয়াসহ অপরাপর কাজে সম্পৃক্ত হয়েছেন। অতএব বিসিএস পরীক্ষা পদ্ধতিতে কোনরূপ পরিবর্তন করা হয়নি।

এদিকে ২৪তম বিসিএস প্রিলিমিনারী পরীক্ষা বাতিলের পর শীঘ্রই আবার নতুন করে এই পরীক্ষা গ্রহণের সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে। তবে কবে এ পরীক্ষা পুনরায় অনুষ্ঠিত হবে সে ব্যাপারে কোন তারিখ এখনো নির্ধারণ করা হয়নি। পিএসসি শিগগিরই নতুন তারিখ ঘোষণা করে পত্রিকায় বিজ্ঞপ্তি দেবে। উল্লেখ্য, গত ২৮ ফেব্রুয়ারী ঢাকা, চট্টগ্রাম, রাজশাহী, খুলনা ও দেশের বাইরে লন্ডন কেন্দ্রে অনুষ্ঠিত ২৪তম বিসিএস প্রিলিমিনারী পরীক্ষায় সর্বমোট ১ লাখ ৫ হাজার পরীক্ষার্থী অংশগ্রহণ করে। এই বিসিএস-এ মোট সাড়ে ৪ হাজার পদের জন্য সর্বমোট বৈধ প্রার্থীর সংখ্যা ছিল ১ লাখ ২৩ হাজার। পিএসসির ইতিহাসে এবারই প্রথম প্রশ্নপত্র ফাঁসের ঘটনা ঘটে এবং এর ফলে অবশেষে পরীক্ষাও বাতিল করতে হয়। ইতিপূর্বে বিগত আওয়ামী লীগ সরকারের আমলে ২০তম বিসিএস-এ অযোগ্য দলীয় প্রার্থী নিয়োগ নিয়ে ব্যাপক কেলেংকারি হয়েছিল।

ইসলামী ছাত্রশিবির

ইসলামী ছাত্রশিবিরের কেন্দ্রীয় সভাপতি মজিবুর রহমান মঞ্জু ও সেক্রেটারী জেনারেল মুহাম্মদ সেলিম উদ্দিন এক যুক্ত বিবৃতিতে দৈনিক জনকণ্ঠে বিসিএস পরীক্ষায় প্রশ্নপত্র ফাঁসের ঘটনায় শিবিরকে জড়িয়ে মিথ্যা সংবাদ প্রকাশে তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জ্ঞাপন করেছেন। বিবৃতিতে নেতৃবৃন্দ আশা প্রকাশ করেন, পিএসসি কর্তৃপক্ষ যথাযথ তদন্তের মাধ্যমে সাধারণ ছাত্র-ছাত্রীদের স্বার্থের অনুকূলে দ্রুত এবং চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে বিতর্কের অবসান ঘটাবে।

শিবির নেতৃদ্বয় বলেন, দৈনিক জনকণ্ঠ তার চিরাচরিত মিথ্যা প্রচারণার অভ্যাস অনুযায়ী এই ঘটনার সাথে সম্পূর্ণ অনাকাঙ্ক্ষিতভাবে শিবিরকে জড়িয়েছে। অথচ কথিত কোচিং সেন্টারগুলোর নাম প্রকাশেও কার্পণ্য করেছে। তারা বলেন, ইসলামী ছাত্রশিবিরের কোন কোচিং সেন্টার বিসিএস পরীক্ষা প্রশ্ন বা সাজেশন প্রদানের সাথে সংশ্লিষ্ট নয়। শিবিরের কোচিং সেন্টারগুলো স্কুল-কলেজ বা বিশ্ববিদ্যালয়ে মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীদেরকে ভর্তির জন্য প্রস্তুতি গ্রহণে উৎসাহ দিয়ে থাকে। সুতরাং পাবলিক সার্ভিস কমিশনের নিয়োগ পরীক্ষার মতো একটি জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ পরীক্ষার প্রশ্নপত্র আউটের মতো কাল্পনিক, অসম্ভব ও পরিকল্পিত প্রচারণায় পত্রিকাটি বর্তমান সরকারের মর্যাদা ক্ষুণ্ন করতে তৎপর এটাই প্রমাণিত হয়েছে।

বিক্ষোভ প্রতিবাদ

এদিকে বিসিএস প্রিলিমিনারী পরীক্ষা বাতিলের সিদ্ধান্তের পূর্বে গতকাল দুপুরে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে '২৪তম বিসিএস প্রিলিমিনারী পরীক্ষা বাতিল সংগ্রাম পরিষদ'-এর ব্যানারে সাধারণ ছাত্র-ছাত্রীরা বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশ করে। দু'শতাধিক ছাত্র-ছাত্রীর অংশগ্রহণে মিছিলটি দু'বার ক্যাম্পাস প্রদক্ষিণ শেষে টিএসসি, কার্জন হল হয়ে পুনরায় ক্যাম্পাসের আমতলার সমাবেশে মিলিত হয়। সমাবেশে বক্তাগণ অবিলম্বে পরীক্ষা বাতিল ও প্রশ্ন ফাঁসের ঘটনায় দায়ী ব্যক্তিদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবী জানান। সাধারণ ছাত্র-ছাত্রীকে এই কর্মসূচীতে বাম ও ছাত্রলীগ নেতা-কর্মীরা নেতৃত্ব দেয়ার চেষ্টা করেও ব্যর্থ হয়।

এ ছাড়া সাধারণ ছাত্র-ছাত্রীবৃন্দের ব্যানারে ছাত্রলীগের ছাত্রীরা পরীক্ষা বাতিলের দাবীতে ক্যাম্পাসে পৃথক মিছিল করে। এই মিছিলে ছাত্রলীগের ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও ছাত্রী হল শাখার নেত্রীরা অংশ নেন। এদিকে সরকার কর্তৃক গঠিত মনিরুজ্জামান মিঞা শিক্ষা কমিশন ও বিসিএস প্রিলিমিনারী পরীক্ষা বাতিলের দাবীতে সমাজতান্ত্রিক ছাত্রফ্রন্ট গতকাল প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে স্মারকলিপি পেশের কর্মসূচী পালন করে। এ উপলক্ষে ছাত্রফ্রন্ট ডাকসু ভবনে সমাবেশ করে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় অভিমুখে রওয়ানা করলে পথিমধ্যে শাহবাগের জাতীয় জাদুঘরের সামনে পুলিশ বাধা দেয়। পরে ছাত্রফ্রন্টের এসব প্রতিনিধিদল প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে গিয়ে স্মারকলিপি প্রদান করে।

ম্যাবসের সাংবাদিক সম্মেলন

এদিকে গতকাল এক সাংবাদিক সম্মেলনে ২৪তম বিসিএস প্রিলিমিনারী পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ফাঁসের ঘটনা অস্বীকার করেছে কোচিং সেন্টার 'ম্যাবস' কর্তৃপক্ষ। সাংবাদিক সম্মেলনে ম্যাবসের প্রতিষ্ঠাতা [illegible] একটি সহায়ক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান 'ম্যাবস' প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে শুধুমাত্র ৪র্থ থেকে দশম শ্রেণী পর্যন্ত শিক্ষার্থীদের সকল বিষয়ে পাঠদান, প্রাথমিক ও জুনিয়র বৃত্তি কোচিং এবং এসএসসি ও এইচএসসির মডেল টেস্ট গ্রহণের মাধ্যমে সুনামের সাথে কার্যকরী ভূমিকা পালন করে আসছে। ম্যাবস কখনোই বিসিএস পরীক্ষার কোচিং, বিশ্ববিদ্যালয় ভর্তি কোচিং কিংবা এ জাতীয় কোন প্রকার প্রতিযোগিতামূলক নিয়োগ পরীক্ষার কোচিং করেনি। এর প্রতিষ্ঠাতার সঙ্গে পিএসসির কোন সদস্যের আত্মীয়তার সম্পর্ক নেই। সাংবাদিক সম্মেলনে প্রশ্নপত্র ফাঁসের সাথে জড়িতদের চিহ্নিত করে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দাবী করা হয়।